Vol. 47 | No. 3 | 2006

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ইশারা বা সঙ্কেত ভাষা : ভাষাতাত্ত্বিক তাৎপর্য

Volume	47
Issue	3
Year	2006
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	গুলশান আরা বেগম
Published online	June 1, 2006
DOI	10.62328/sp.v47i3.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v47i3.7
Pages	১২৬-১৩৮
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

"ইশারা বা সঙ্কেত ভাষা : ভাষাতাত্ত্বিক তাৎপর্য"

গুলশান আরা বেগম*

ভূমিকা

মানুষের জন্য 'ভাষা' প্রকৃতির এক অপূর্ব উপহার যার মুখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে ভাষা সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন। কিন্তু মানব সম্প্রদায়ে এমন অনেক মানুষ রয়েছে যাদের ভুবন শব্দহীন। মূক ও বধির - এসব ব্যক্তি কি তাহলে ভাষাহীন জগতের অধিবাসী? মূক ও বধির ব্যক্তিদের জগতটা ভাষাহীন নয়, যোগাযোগের বা সংজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসেবে তাঁদের রয়েছে শব্দহীন (soundless) ও অবাচনিক যোগাযৌগিক সংশ্রয় (non-verbal communication system) যাকে ইশারা ভাষা বা সঙ্কেত ভাষা (sign language) হিসেবে অভিহিত করা হয়। সংঙ্কেত ভাষা হচ্ছে এমন একটি সংশ্রয় যার মাধ্যমে মূক ও বধির ব্যক্তিরা মাথা, মুখ-মণ্ডলসহ শরীরের উর্ধ্বাংশ ও দুই হাত দিয়ে তৈরী বিভিন্ন সঙ্কেতের দ্বারা পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া সম্পন্ন করে।

সঙ্কেতভাষা সম্পর্কে প্রাচীন ও জনপ্রিয় একটি ধারণা হচ্ছে, এ ভাষা আন্তর্জাতিক যোগাযোগের একটি মাধ্যম। এ ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তি হলো, অতীতে মনে করা হতো সঙ্কেতভাষা আর কিছুই নয় কেবল একগুচ্ছ অঙ্গভঙ্গি (gesture) এবং এসব অঙ্গভঙ্গি সর্বজনীন। কিন্তু বর্তমানে গবেষণালব্ধ তথ্যাবলি থেকে জানা যায় যে, সঙ্কেত ভাষা পুরোপুরি প্রথাবদ্ধ (conventionalized) ও সূত্র-শাসিত (rule-governed) একটি ভাষা[১] এবং এক সম্প্রদায়ের সঙ্কেত ভাষার সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্কেতভাষা যথেষ্ট বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। এমনকি অঙ্গভঙ্গিও কোন সর্বজনীন ব্যাপার নয়। এক ভাষার সংশ্লিষ্ট অঙ্গভঙ্গি অন্য ভাষায় নাও থাকতে পারে কিংবা থাকলেও সেক্ষেত্রে সাধারণত অর্থ বৈচিত্র্য থাকে। এ বিষয়ে আজ আর কোন দ্বিমত নেই যে, পৃথিবী জুড়ে কেবল একটি সঙ্কেত ভাষা তো নয়ই বরং বিভিন্ন বধির সম্প্রদায়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সঙ্কেত ভাষা রয়েছে।

সঙ্কেত ভাষায় অঙ্গভঙ্গি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সঙ্কেত ভাষার সঙ্গে অঙ্গভঙ্গির কোন পার্থক্য নেই বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এ দু'টি পুরোপুরি পৃথক সংশ্রয়। অঙ্গভঙ্গিও সঙ্কেত ভাষার মতো অবাচনিক যোগাযৌগিক সংশ্রয়। একই ভাষা সম্প্রদায়ের সদস্যরা পরস্পরের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করার সময় কাঙ্ক্ষিত বার্তাটি প্রেরকের

---

* সহকারী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কাছ থেকে সহজ ও সার্থকভাবে গ্রাহকের কাছে পৌছানোর ক্ষেত্রে অঙ্গভঙ্গি বিশেষ ভূমিকা রাখে। প্রকৃতপক্ষে, এটি এক ধরনের ভাষা সহায়ক, বলা যেতে পারে 'সহভাষা' (co-language)। এটি কোনমতেই সঙ্কেতভাষা নয় এজন্যে যে, সঙ্কেত ভাষা মৌখিক ভাষার কার্যভার (functional load) সম্পূর্ণভাবে বহন করতে সক্ষম এবং সঙ্কেত ভাষার সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যাবলী (structural features) যথেষ্ট জটিল হলেও এটি মৌখিক ভাষার প্রায় সমান্তরাল ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

সঙ্কেত ভাষার ব্যবহার

সঙ্কেত ভাষা একটি শিশুর প্রথম ভাষা বা মাতৃভাষা হতে পারে যদি সে বধির পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। তবে একজন ব্যক্তি কেবল বধির হলেই বধির সম্প্রদায়ের সদস্য হবেন এমনটি নয়। আমাদের চারপাশে এমন অনেক বিচ্ছিন্ন বধির ব্যক্তি রয়েছেন যাঁরা অন্য কোন বধির ব্যক্তির সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করার সুযোগই পাননা। এসব ব্যক্তি স্বাভাবিক শ্রবণশীল মানুষের সঙ্গেই দৈনন্দিন যোগাযোগ স্থাপনের জন্য নিজস্ব সাঙ্কেতিক সংশ্রয়ের (signing system) আশ্রয় নিয়ে থাকেন। এ ধরনের সংশ্রয়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হলেও অত্যন্ত সীমিত। এক্ষেত্রে স্বল্প সংখ্যক বিমূর্ত (abstract) ধারণা এবং বেশীরভাগই মূর্ত (concrete) ও মৌলশব্দ (basic words) জ্ঞাপক সঙ্কেত হয়ে থাকে। ব্যক্তি যদি মূক (dumb) হয়ে থাকে (অর্থাৎ শ্রবণঅক্ষম নয় বরং বাক প্রত্যঙ্গের কোন অসুবিধার কারণে কথা বলতে অক্ষম) তাহলে সে স্বাভাবিক মানুষের কথা শুনে হ্যাঁ - না জ্ঞাপক মাথা নেড়ে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। এ ধরনের ব্যক্তিকেন্দ্রিক সাঙ্কেতিক সংশ্রয় কিন্তু কোন সঙ্কেতভাষা বলে অভিহিত হতে পারেনা। সীমিত ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তিবিশেষের এসব সাঙ্কেতিক সংশ্রয়কে আমরা 'ঘরোয়া সঙ্কেত' (home-sign) বলতে পারি[২]। আরও এক ধরনের সঙ্কেতের ব্যবহার রয়েছে শিশুদের মধ্যে। শিশুর ভাষা বিকাশের অস্ফুটভাষ (babling) পর্যায়ের পর এক শাব্দিক (single-word) স্তরের প্রারম্ভে স্বাভাবিক সব শিশু তার মৌলিক চাহিদা (basic needs) প্রকাশের জন্য সঙ্কেতের আশ্রয় নিয়ে থাকে। যেমন, কোন বস্তু পেতে চাইলে মুখে দুর্বোধ্য বা অবোধ্য শব্দ তৈরির সঙ্গে সঙ্গে হাত পেতে দেওয়া, কোলে উঠে কোন নির্দিষ্ট দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে শরীরটাকে ঐদিকে ঠেলে দেওয়া , ইত্যাদি নানারকমের অবাচনিক সঙ্কেত শিশুরা তৈরী করতে পারে।

অনেক শ্রবণশীল মানুষও নানা কারণে সঙ্কেতভাষা ব্যবহার করে থাকে। এসব সঙ্কেতভাষাকে আমরা গৌণ সঙ্কেতভাষা (secondary sign language) বলতে পারি। কখনও কখনও লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা (lingua franca) হিসেবেও সঙ্কেতভাষার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন দেখা যায় উত্তর আমেরিকাতে। সেখানকার বিভিন্ন উপজাতি (tribes), যাদের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন, নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য গড়ে তুলেছে এক ধরনের সাঙ্কেতিক সংশ্রয়। ১৮৮৫ সালের হিসেব মতে, এর কথক সংখ্যা

১,১০,০০০ এর উপরে এবং গবেষণায় দেখা গেছে যে, আমেরিকান সঙ্কেত ভাষার (American sign language বা সংক্ষেপে ASL)এর সাথে এই সঙ্কেতভাষার ব্যাকরণিক সূত্রগত পার্থক্য রয়েছে। এছাড়াও সামাজিক কারণে ও ধর্মীয় কারণে অনেকে সঙ্কেতভাষার ব্যবহার করে থাকে। অস্ট্রেলিয়ার Worlpiri জাতি তাদের জীবনচক্রের একটি নির্দিষ্ট সময়ে স্বেচ্ছায় কথা বলা বন্ধ রাখে। এ সময় তারা সঙ্কেত ভাষার মাধ্যমে পরস্পর যোগাযোগ করে থাকে।

সঙ্কেত ভাষা : আদিম ভাষা

মানুষ কবে থেকে প্রথম ভাষা ব্যবহার করতে শুরু করে ? জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এটি একটি মৌলিক প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে ভাষার উদ্ভব সম্পর্কিত নানা তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে যার মধ্যে Theory of Gestural Origin of Language বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই তত্ত্বের মূল কথা হল আদিম মানুষের শারীরিক ক্রিয়াগুলোই (physical actions) পরবর্তীকালে মৌখিক যোগাযোগে (verbal communication) রূপ নেয়। ধারণা করা হচ্ছে, যেসব সঙ্কেত 'Animal sign' বলে পরিচিত (অর্থাৎ বানর , বনমানুষ , শিম্পাঞ্জী ইত্যাদি উন্নত স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ব্যবহৃত সঙ্কেত) সেগুলোই মানব ভাষার আদিরূপ। তবে অনেক বিশেষজ্ঞই এ বিষয়ে একমত নন। কারণ, সঙ্কেত ভাষাকে যতটা সহজ সরল মনে করা হয় সেটি মোটেও তা নয়। আবার এর বিশ্বজনীনতাও নাকচ করা হয়েছে বিশ্বজুড়ে এর অর্থ বৈষম্য লক্ষ্য করে। ফলে ভাষা বিকাশের এ তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নসাপেক্ষ।

সঙ্কেত ভাষা সম্প্রদায়

সঙ্কেত ভাষা সর্বজনীন কোন ভাষা নয়। বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশে রয়েছে অনেক সঙ্কেত ভাষা। এমনকি একই ইংরেজি ভাষাভাষী বিভিন্ন দেশের সঙ্কেত ভাষাগুলো সাংগঠনিক দিক থেকে পার্থক্যমণ্ডিত হয়ে থাকে। আবার এ ধরনের ভাষা সম্প্রদায়ের সংগঠনটি একটু পৃথক। কারণ, মূক ও বধির ব্যক্তিরা আমাদের সমাজে স্বাভাবিক মানুষের সঙ্গে একত্রেই বসবাস করে - তাদের আলাদাভাবে বসবাসের কোন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোথাও নেই। তবে অনেক দেশেই Deaf Social Club রয়েছে যেখানে তারা সপ্তাহে দু'একদিন একত্র হয়। এছাড়া তাদের জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই অতিবাহিত হয় স্বাভাবিক শ্রবণক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের সাথেই। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, বধির ব্যক্তিদের মধ্যে বিবাহের প্রবণতা স্বাভাবিক ব্যক্তিদের চেয়ে কম এবং বিবাহিতদের মধ্যে আশি শতাংশই বধির ব্যক্তিকেই জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেয়।[৩] আবার বধির দম্পতির সন্তান নব্বই শতাংশ ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক শ্রবণক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। অন্য এক গবেষণায় দেখা গেছে বধির ব্যক্তিদের শতকরা পাচঁভাগের পিতা-মাতা উভয়েই বধির এবং শতকরা পাচঁভাগের পিতা-মাতার মধ্যে কেবল একজন বধির।[৪]

আরও দেখা গেছে, প্রতিহাজারে একটি শিশু বধির কিংবা মারাত্মক শ্রবণত্রুটি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। বাংলাদেশে যেসব বধির ব্যক্তি রয়েছে তারা সবাই বাংলা সঙ্কেত ভাষার দ্বারা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করে, মোটেও তা নয়। কারণ, এদের প্রত্যেককে বাংলাদেশ বধির সম্প্রদায়ের সদস্যভুক্ত করার মত এত বড় ও বিস্তৃত সাংগঠনিক কার্যক্রম এদেশে এখনও চালু হয়নি। এসব ব্যক্তি জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই স্বাভাবিক মানুষের সঙ্গেই তার নিজস্ব সঙ্কেত সংশ্রয় দ্বারা মিথস্ক্রিয়া করে থাকে। সে নিজে সঙ্কেত ও নানা অঙ্গভঙ্গি তৈরী করে এবং অপর পক্ষের মুখের ভাব, অঙ্গভঙ্গি ও ঔষ্ঠ্যপঠন (Lip reading) দ্বারা কথা বুঝতে পারে। এক্ষেত্রে তারা যোগাযোগ স্থাপনের সময়ে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে বোঝানোর জন্য ঐ ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যসূচক যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা ইঙ্গিতের দ্বারা প্রদর্শন করে। যেমন, পরিবারের বধূ সম্পর্কে বলতে চাইলে হাত দ্বারা ঘোমটার ইঙ্গিত করে, সর্বকনিষ্ঠ সদস্য বোঝাতে হাত দ্বারা উচ্চতা নির্দেশ করে, শিশু বোঝাতে কোলে নেওয়ার ভঙ্গি করে - এছাড়াও মৌলশব্দ (Basic Words) গুলোও ইঙ্গিতের দ্বারা বোঝাতে পারে। জীবন-যাপনের জন্য প্রাত্যহিক কথা-বার্তা এ দিয়ে চললেও বিমূর্ত ধারণা প্রকাশ এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে এগুলো অচল। মূলত এ সীমাবদ্ধতার কারণেই আমাদের দেশে বধির ব্যক্তিদের খুব বেশী শিক্ষিত হতে দেখা যায় না। বধির শিক্ষার জন্য অতি আবশ্যিক বিষয় হচ্ছে সঙ্কেত ভাষা প্রশিক্ষণ। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে, পৃথিবীতে প্রতি দু'হাজার জনের মধ্য থেকে মাত্র ১ জন বধির ব্যক্তি সঙ্কেত ভাষা শেখে।[৫]

সংকেত ভাষার ঐতিহাসিকতা ও সর্বজনীনতা

সঙ্কেত ভাষার গবেষণা মূলত আঠারো শতক থেকে শুরু হয়েছে। এর বিস্তৃতি ব্যাপক হলেও এ বিষয়ে আগ্রহের মূল কারণ বধির শিক্ষা (Deaf Education)। তবে সঙ্কেত ভাষার চর্চার ইতিহাস আরও অনেক প্রাচীন। খুব প্রাচীন সভ্যতায়ও Sign Language - এর ব্যবহার ছিল। কমপক্ষে ২০০০ বছর পূর্বেও সঙ্কেত ভাষা ছিল এ রকম অনুমান করার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। Misnah (oldest post biblical codification of Jewish oral law) -তেও বধির লোকেদের জন্যে সঙ্কেত ভাষা বৈধ বলে বিবেচিত হতো। প্লেটো তাঁর 'ক্রাটিলুস' গ্রন্থে Dumb-দের মাথা, হাত ও শরীরের বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ নড়াচড়ার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে বিভিন্ন সময়ে বিশেষ করে রেনেসাঁ পরবর্তী সময়ে, ইশারা ও সঙ্কেত ভাষাকে বিশ্বজনীন ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস দেখা যায়। ১৬৪৪ সালে ইংরেজ পণ্ডিত John Bulwer মূক ও বধিরদের ভাষা পর্যবেক্ষণ করে সঙ্কেত ভাষাকে একটি সর্বজনীন ভাষা হিসেবে বর্ণনা করেন এবং এর সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে শ' খানেক হাত ও আঙ্গুলের সঙ্কেত উপস্থাপন করেন- যেগুলো একই অর্থ বহন করছে। আবার স্পেনে জুয়ান পাবলো বনেট ১৬২০ সালে অঙ্গভঙ্গিকে (Gresture) প্রাকৃতিক ভাষার মর্যাদা দেন। তিনি একটি হস্ত

বর্ণমালাও (manual alphabet) প্রস্তুত করেন। সঙ্কেত ভাষা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করেন আঠারো শতকে ফরাসী শিক্ষাবিদ অ্যাবে চার্লস মাইকেল দুলা'পে। তিনি ১৭৭৫ সালে প্যারিসের একটি বধির স্কুলের শিক্ষার্থীদের ব্যবহারোপোযোগী করার জন্য ফরাসী বধির ব্যক্তিরা যেসব সঙ্কেত ব্যবহার করেন তা কিছুটা পরিবর্তন করেন এবং এতে স্প্যানীশ manual alphabet-ও কিছুটা ব্যবহার করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদেরা তাঁর এই সঙ্কেত ভাষা দ্বারা প্রভাবিত হন এবং রুশ, আয়ারল্যান্ড, আমেরিকাসহ পৃথিবীর বহু জায়গায় তা ছড়িয়ে পড়ে। Thomas Gallaudet এবং Laurent Clerc আমেরিকায় প্রচলিত কিছু সঙ্কেত এর সঙ্গে যুক্ত করে আমেরিকান সঙ্কেত ভাষা তৈরী করেন। বিশ শতকে সস্যূরীয় ভাষাতত্ত্বের উদ্ভব ঘটে, ফলে ভাষার arbitrariness গুরুত্ব পেতে শুরু করে। মুখের ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণে সঙ্কেত ভাষা নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে অনেকেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। ফলে, বধির ব্যক্তিরা অনেকটাই ভাষাহীন জগতের বাসিন্দা হিসেবে পরিগণিত হতে থাকেন। এমন কি, এ সময় সঙ্কেত ভাষাকে কোন ভাষাতাত্ত্বিক মর্যাদাও দেওয়া হতো না, কেবল আদিম মানুষের যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে এর প্রতি কিঞ্চিৎ কৌতূহল ছিল। তবে গত চার দশক ধরে এই মনোভাব বেশ পাল্টে গেছে। বর্তমানে বধির শিক্ষার প্রসারের জন্য পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই সঙ্কেত ভাষা নিয়ে গবেষণা হচ্ছে।

সংকেত ভাষার সংগঠন

পৃথিবীর অন্য সব প্রাকৃতিক ভাষার মতোই সঙ্কেত ভাষারও রয়েছে একটি সংগঠন এবং একটি ব্যাকরণ। যে কোন প্রাকৃতিক ভাষার মতোই এর রয়েছে একটি ব্যাকরণিক (grammatical) এবং অর্থতাত্ত্বিক সংশ্রয় (semantic system)। তবে, এখানে ধ্বনিতাত্ত্বিক সংগঠনের পরিবর্তে রয়েছে মূলত হাতের দ্বারা তৈরী সঙ্কেত। একটি সঙ্কেতকে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভাজিত করা সম্ভব ঠিক যে রকমভাবে আমরা একটি শব্দকে ধ্বনিমূলে বিভাজিত করে থাকি। সঙ্কেত ভাষা বিশেষজ্ঞ Stoekoe (1960) আমেরিকান সঙ্কেত ভাষার জন্য তিনটি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা :

(I) Tabula বা সংক্ষেপে Tab;
(ii) Designator বা সংক্ষেপে Dez;
(III) Signation বা সংক্ষেপে Sig।

তবে বৃটিশ সঙ্কেত ভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এ তিনটি ছাড়াও 'ori' (orientation) বলে আরও একটি উপাদানের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এটি হচ্ছে দেহের সাপেক্ষে হাতের তালুর অবস্থান। Tab দ্বারা বোঝায় সঙ্কেতটি তৈরী হচ্ছে শরীরের যে নির্দিষ্ট জায়গা থেকে অর্থাৎ সঙ্কেত উৎপাদন স্থান (Location), Dez দ্বারা বোঝায় হাতের

বিন্যাস - অর্থাৎ সংকেত তৈরীর সময় হাতটি যে বিশেষভাবে বিন্যস্ত (Configuaration) থাকে এবং Sig দ্বারা বোঝায় সঙ্কেত তৈরীতে ক্রিয়াশীল হাতের যে বিশেষ নড়াচড়া (Movement) তাকে। এ উপাদানগুলোর যে কোন একটির পরিবর্তন ঘটলেই সঙ্কেতের অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যাবে, ঠিক প্রাকৃতিক ভাষার ধ্বনিমূলের মতই।

ভাষার ব্যাকরণ : ধ্বনিতত্ত্ব

১৯৬০ সালের আগে মনে করা হতো সঙ্কেতকে ক্ষুদ্রতর উপাদানে বিভাজন করা যায়না, এটি একটি সামগ্রিক Gesture এবং এর ধ্বনিতাত্ত্বিক স্তর অনুপস্থিত। কিন্তু W. Stokoe সর্বপ্রথম ASL এর সঙ্কেতগুলোর মধ্যে বিভিন্ন উপাদান সনাক্ত করেন যেগুলো পরস্পরের সঙ্গে বৈপরীত্য সৃষ্টি করে অনেকটা প্রাকৃতিক ভাষার স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের মতই। সঙ্কেত ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিকেরা সঙ্কেতের ক্ষুদ্রতম অংশ কোন অর্থ বহন করে কিনা তা নিয়ে গবেষণা করে দেখেছেন যে, সঙ্কেত তৈরীর সময় যেসব features (হাতের আকৃতি, অবস্থান, নড়াচড়া) প্রয়োজন হয়, সেগুলোর মধ্যে অর্থতাত্ত্বিক সাদৃশ্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে। BSL-এ Cognitive activity বোঝানোর জন্যে THINK, REMEMBER, LEARN, IMAGINE, DREAM, WORRY ইত্যাদি সঙ্কেত তৈরীর Location হচ্ছে কপাল। আবার মুষ্টিবদ্ধ হাত থেকে কনিষ্ঠ অঙ্গুলি প্রসারিত হয়ে যে হাতের বিন্যাস তৈরি করে তা দিয়ে নেতিবাচক অর্থ বিশিষ্ট শব্দাবলী যেমন BAD, POISON, ILL, WRONG, END, ARGUE, SOUR, EVIL ইত্যাদি বুঝায়। আবার মুষ্টিবদ্ধ হাত থেকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রসারিত অবস্থায় থাকলে ইতিবাচক অর্থ বিশিষ্ট শব্দ তৈরী হয়। যেমন, GOOD, HEALTH, RIGHT, AGREE, KNOW ইত্যাদি।

সঙ্কেত ভাষার উচ্চারক

সঙ্কেত ভাষার উচ্চারক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে দুই হাতসহ শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রতঙ্গ। সঙ্কেত তৈরীর জন্য শরীরের উর্ধ্বাংশে রয়েছে কাল্পনিক একটি এলাকা যাকে বলা হয় সঙ্কেতাঞ্চল (Sign space)। এটি একটি ত্রিমাত্রিক বুদ্‌বুদ্। এটি উলম্বভাবে বুকের নীচ থেকে মাথার উপর এবং আনুভূমিকভাবে সঙ্কেতকের (Signer) প্রসারিত হাতের সর্ব ডান থেকে সর্ববাম পর্যন্ত বিস্তৃত। খুব কম সংখ্যক সঙ্কেতই এর বাইরে থেকে তৈরী হয়ে থাকে।

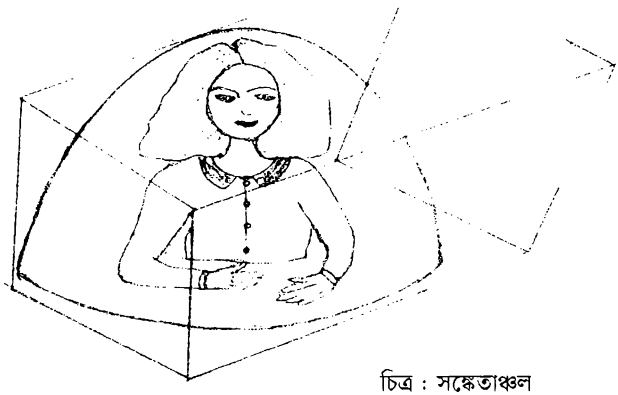

চিত্র : সঙ্কেতাঞ্চল

সঙ্কেত ভাষায় উচ্চারক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হলো :

(১) **ডান ও বাম হাত** : যে কোন সঙ্কেত তৈরীর ক্ষেত্রে দু'টো হাতই ব্যবহৃত হতে পারে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ডান হাত দ্বারা সঙ্কেত তৈরী করা হয়ে থাকে। তবে, ক্ষেত্র বিশেষে বাম হাত দ্বারাও সঙ্কেত তৈরী করা যেতে পারে যদি সঙ্কেত ভাষাটি একহাতী (one handed) হয়ে থাকে। আবার দু'হাতী সঙ্কেত ভাষায় (two handed) দু'টি হাতই সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ক্ষেত্রে একটি হাত প্রধান (dominant) এবং অন্যটি অপ্রধান (non dominant)। হাত দু'টো দিয়ে অনেক ধরনের বিন্যাস (configuration) তৈরী করা সম্ভব। বিভিন্ন সঙ্কেত ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাস ব্যবহৃত হয়। মজার বিষয় হচ্ছে, একই ইংরেজী ভাষাভাষী বৃটেন ও আমেরিকার সঙ্কেত ভাষার সঙ্কেতগুলো কিন্তু এক নয়। ASL -এ হাতের বিন্যাস পাওয়া যায় ১৯টি আবার, BSL-এ রয়েছে ২৩টি।[৬]

(২) **শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ** : হাত ছাড়াও শরীরের অন্যান্য প্রত্যঙ্গ উচ্চারক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন, হাতের অবস্থান। অর্থাৎ কোন জায়গায় হাতটি অবস্থিত; তা হতে পারে, ভ্রু, ঘাড়, বুক, কপাল ইত্যাদি। ASL -এ মুখমন্ডলে পাঁচটি বিন্দুর কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যদিকে BSL --এ পাওয়া যায় নয়টি বিন্দু। পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার সময় eye contact অত্যন্ত জরুরী, একারণেই sign location- গুলো মুখমন্ডলের কাছাকাছিই থাকে।

(৩) **মুখমন্ডল ও মাথা** ঃ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মাথা location হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। তবে, কখনও কখনও এটি উচ্চারকও হতে পারে। যেমন SLEEP বুঝাতে মাথা বাঁকা হয়ে প্রধান উচ্চারক হাতের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এছাড়াও থুতুনী, মুখ, ঠোঁট ও গাল উচ্চারক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

সঙ্কেত ভাষার রূপতত্ত্ব

প্রাকৃতিক যে কোন ভাষার মতোই সঙ্কেত ভাষারও রয়েছে শব্দ তৈরীর নির্দিষ্ট নিয়ম। William Stokoe সর্বপ্রথম সঙ্কেত ভাষার সংগঠন নিয়ে গবেষণা করেন। শব্দ তৈরীর ক্ষেত্রে শব্দের বিভিন্ন উপাদান যেমন অর্থহীন থাকে এবং শব্দই ভাষার ক্ষুদ্রতম স্বাধীন একক, একই ভাবে সঙ্কেতের ক্ষেত্রেও শব্দের চেয়ে ছোট কোন অর্থপূর্ণ স্বাধীন একক সঙ্কেত ভাষায় নেই। মৌখিক ভাষার রূপতত্ত্বের মতই সঙ্কেত ভাষায়ও মুক্ত ও বদ্ধ—এ দুই ধরনের রূপমূল পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক ভাষার মতই বদ্ধ রূপমূল যুক্ত হয়ে (যেমন, play → playing) এবং রূপমূলের অভ্যন্তরীণ সংগঠন পরিবর্তিত হয়ে (যেমন, যাব → গিয়েছি) দু'ভাবেই নতুন রূপমূল গঠিত হতে পারে।

সঙ্কেত ভাষার বাক্যতত্ত্ব

সঙ্কেত ভাষার বাক্যতত্ত্ব অত্যন্ত জটিল এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ একটি বিষয়। আমেরিকান এবং বৃটিশ সঙ্কেত ভাষার বাক্যিক নিয়ম Topic Comment নির্ভর। সঙ্কেত ভাষার বাক্যতত্ত্বে হাতের বিভিন্ন সঙ্কেত ছাড়া আরও কিছু Non manual feature বেশ গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, মুখমন্ডল, ঠোঁট, চোখ, ভ্রু ও মাথা ইত্যাদি সঙ্কেতের অর্থ নির্ধারণে এবং পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সঙ্কেত ভাষার বাক্যের মধ্যে বিবৃতিমূলক, প্রশ্নবোধক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের বাক্য পাওয়া যায়।

সঙ্কেত ভাষা অর্জন

ভাষা অর্জন ও শিক্ষণ মনোভাষাবৈজ্ঞানিক একটি বিষয়। সঙ্কেত ভাষা যে কোন শিশুর প্রথম ভাষা হতে পারে যদি তার মা-বাবা বধির হয়ে থাকে। যে কোন মৌখিক ভাষা অর্জনের বা শিক্ষণের সঙ্গে সঙ্কেত ভাষা অর্জন বা শিক্ষণের বেশ পার্থক্য রয়েছে। কারণ, মৌখিক ভাষা auditory – vocal channel –এ হলেও সঙ্কেত ভাষা manual– visual channel -এ হয়ে থাকে।

যে কোন ভাষার ক্ষেত্রে ভাষা অর্জন প্রক্রিয়াটি যদিও মোটামুটি একই রকম তবু সঙ্কেত ভাষার জন্য বিষয়টি একটু ভিন্নতর; কারণ ভাষাটি প্রথমত বিশেষ মাধ্যমে অনুধাবন করা হয়, দ্বিতীয়ত সঙ্কেত ভাষা এমন সব শিশুর মধ্যে বিকশিত হবে যাদের পিতামাতা শিশুর সঙ্গে স্বাভাবিক ভাষা ব্যবহারে অক্ষম হবে। তবে, এ সম্ভাবনাটি অত্যন্ত ক্ষীণ। কারণ, নব্বই শতাংশ বধির শিশুই স্বাভাবিক শ্রবণক্ষমতা সম্পন্ন পিতামাতার ঘরেই জন্ম লাভ করে। এছাড়াও সঙ্কেত ভাষার ব্যাকরণ একেবারেই ভিন্নতর। শিশুর ভাষা অর্জন নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হলেও সঙ্কেত ভাষা অর্জন নিয়ে তেমন একটা গবেষণা হয়নি। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে ২০০০ বধির শিশুর মধ্যে মাত্র একজন শিশু সঙ্কেত ভাষা আয়ত্তে আনে এবং ৪০,০০০ বধির শিশুর মধ্যে মাত্র একজন জন্মগ্রহণ করে

বধির পিতামাতার সংসারে।[৭] অতএব দেখা যাচ্ছে, ভাষা অর্জন প্রক্রিয়া গবেষণা করার জন্য যে পরিবেশটি দরকার তা বধির শিশুর ক্ষেত্রে বেশ দুর্লভ। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, সঙ্কেত ভাষা L_1 হিসেবে অর্জন করা বেশ জটিল একটি বিষয়। এ বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক ভাষাবৈজ্ঞানিক গবেষণার অবকাশ রয়েছে। ভাষা অর্জন, শিক্ষণ কিংবা ভাষার ব্যবহার—এসব কিছুরই সঙ্গে জড়িত রয়েছে মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গসহ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র। মৌখিক ভাষা উৎপাদন-অনুধাবন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত রয়েছে মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্রসহ মানুষের বাগ্‌যন্ত্র এবং শ্রবণেন্দ্রীয়। অপরদিকে সঙ্কেত ভাষার জন্য প্রেরক যন্ত্র মূলত হাত ও মুখমন্ডলসহ অন্যান্য প্রত্যঙ্গ এবং গ্রাহক মানব চক্ষু।

বাংলা সঙ্কেত ভাষা

বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী জনগণের সার্বিক অবস্থার চিত্রটি এখনও দৃষ্টির আড়ালে রয়ে গেছে। আমাদের দেশে বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। কিন্তু এ দেশে পরিকল্পিত ও যথাযথ সঙ্কেত ভাষা সংশ্রয়ের পরিপূর্ণ বিকাশ এখনও ঘটেনি। বধির শিশুদের জন্য ১৯৬৬ সালে ঢাকায় প্রথম স্থাপিত হয় 'ঢাকা বধির হাই স্কুল'। স্বাধীনতা উত্তরকালে দেশের বিভিন্ন জেলায় বধির বিদ্যালয় চালু করা হয় এবং বধিরদের সামাজিক মর্যাদা উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় জাতীয় বধির সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রকৃতপক্ষে বধির বিদ্যালয়গুলোতে শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রমে কার্যকর কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসৃত হয় না। এসব বিদ্যালয়ে শিশুদের নির্দিষ্ট কোন সঙ্কেত ভাষা শেখানোর চেয়ে বরং তাদের সামাজিকীকরণের (Sociolization) চেষ্টা করা হয় এবং ঔষ্ঠ্যপঠনের (Lip reading) উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য মাধ্যমিক ও পরবর্তী শিক্ষাস্তরে বিশেষ ও পৃথক কোন সুবিধা দেওয়া হয় না। এর ফলে উচ্চশিক্ষিত বধির ব্যক্তির সংখ্যা নিতান্তই অল্প। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর এক জরিপে দেখা গেছে, ৫-১৪ বছর বয়সী প্রতিবন্ধী শিশুদের ৩৪.৩% ভাগ শিশু বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী।[৮] সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক জরীপকৃত পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ৬-১০ বছর বয়সী স্কুলগামী প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুর সংখ্যা মাত্র .০০৮৩%। আবার বিভিন্ন বয়সী স্কুলগামী প্রতিবন্ধীদের মধ্যে বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী মাত্র শতকরা ৩৩ (তেত্রিশ) ভাগ।[৯] তবে বাংলাদেশে শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে প্রায় চার দশক আগে। দেশের বিভিন্ন বধির শিক্ষাকেন্দ্রে ভিন্ন ভিন্ন সঙ্কেত ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছিল বিধায় এদের মধ্যে সমতা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তরের উদ্যোগে বাংলাদেশ জাতীয় বধির ফেডারেশন ও কয়েকজন বধির শিক্ষিত ব্যক্তির সাহায্যে প্রায় এক দশক আগে 'বাংলা ইশারা ভাষা অভিধান' প্রণয়ন করা হয়। এই অভিধানে ৫১টি বাংলা

বর্ণকে ৩৮টি সঙ্কেতে অঙ্গুলীয় বানান পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয় এবং এই পদ্ধতিতে একহাত এবং দুই হাত দ্বারা বর্ণমালা তৈরি করার পদ্ধতি দেখানো হয়। এছাড়া এ অভিধানটি সংখ্যা গণনা, সময়, মাস, স্থান, রাষ্ট্র, বস্তু, রোগ, যানবাহন, পেশা, অলঙ্কার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের প্রায় আটশ শব্দের সচিত্র সংকলন। তবে, প্রতিটি সঙ্কেতের বর্ণনা না থাকায় কেবল ছবি দেখে একটি সঙ্কেতের অপরিহার্য হাতের বিন্যাস (hand configuration), স্থান (location) এবং নড়াচড়া (movement) বোঝা বেশ কঠিন। প্রকৃতপক্ষে একটি পূর্ণাঙ্গ সঙ্কেত ভাষা তৈরী অত্যন্ত ব্যাপক ও জটিল কাজ। কারণ সঙ্কেত ভাষার জন্য ব্যাকরণ প্রণয়ন করা যেমন সময়সাপেক্ষ তেমনি শ্রমসাধ্য একটি বিষয়। এছাড়াও এর জন্য প্রয়োজন এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। সেন্টার ফর ডিজএ্যাবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি) বছর চারেক আগে বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের যোগাযোগের জন্য চারশ ও আটশ শব্দ নিয়ে প্রারম্ভিক ও উচ্চ পর্যায়ের দুটি সহায়িকা পুস্তক প্রণয়ন করে। এই 'ইশারায় বাংলা ভাষা সহায়িকা' প্রস্তুতের সময় এদেশের শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধীদের মধ্যে প্রচলিত সঙ্কেতগুলোকে সন্নিবেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই সহায়িকাতে ব্যাকরণ অপর্যাপ্ত হলেও সঙ্কেত ভাষার জন্য অপরিহার্য বেশকিছু বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। যেমন, হাতের আকৃতি (hand shape), তালুর অবস্থান (position of palm), হাতের অবস্থান (hand position), নির্দেশনা (direction) এবং হাতের নড়াচড়া। পৃথিবীর বিভিন্ন সঙ্কেত ভাষায় অত্যাবশ্যকীয় এই বিষয়গুলো নানাভাবে থাকতে পারে। এই সহায়িকাটিতে বাংলা ভাষার জন্য ৩০টি হাতের বিন্যাস বা আকৃতি ৬টি নির্দেশনা যেমন, উপরে, নিচে, বাইরে, ভিতরে, সামনে এবং পিছনে এবং ৭টি ভিন্ন ভিন্ন তালুর অবস্থান, ১২টি হাতের নড়াচড়া ও হাতের অবস্থান অর্থাৎ শরীরের কোন উচ্চতায় আছে -এ বিষয়গুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। একটি সঙ্কেতের মধ্যে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো অবশ্যই থাকবে। যে কোন একটি বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য দেখা দিলেই সঙ্কেতের অর্থ পাল্টে যাবে।

দ্বি-হস্ত বাংলা বর্ণমালা

TWO HANDS BENGALI MANUAL ALPHABET

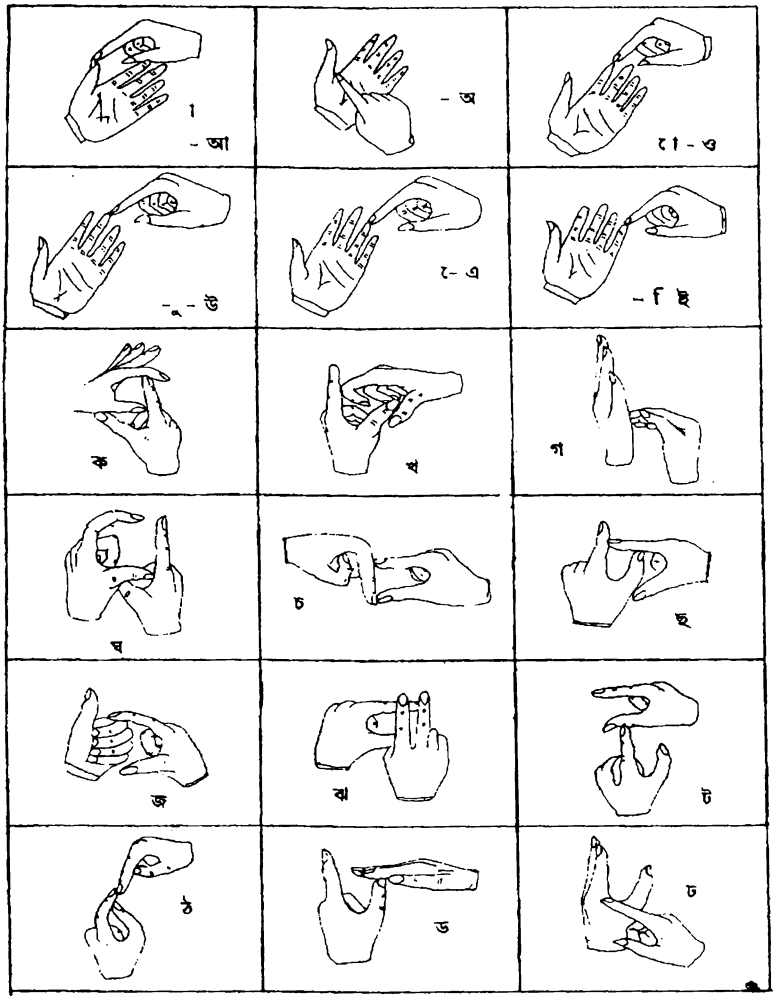

চিত্র : বাংলাদেশ ইশারা ভাষা পরিষদ প্রণীত বাংলা দ্বিহস্ত বর্ণমালা।

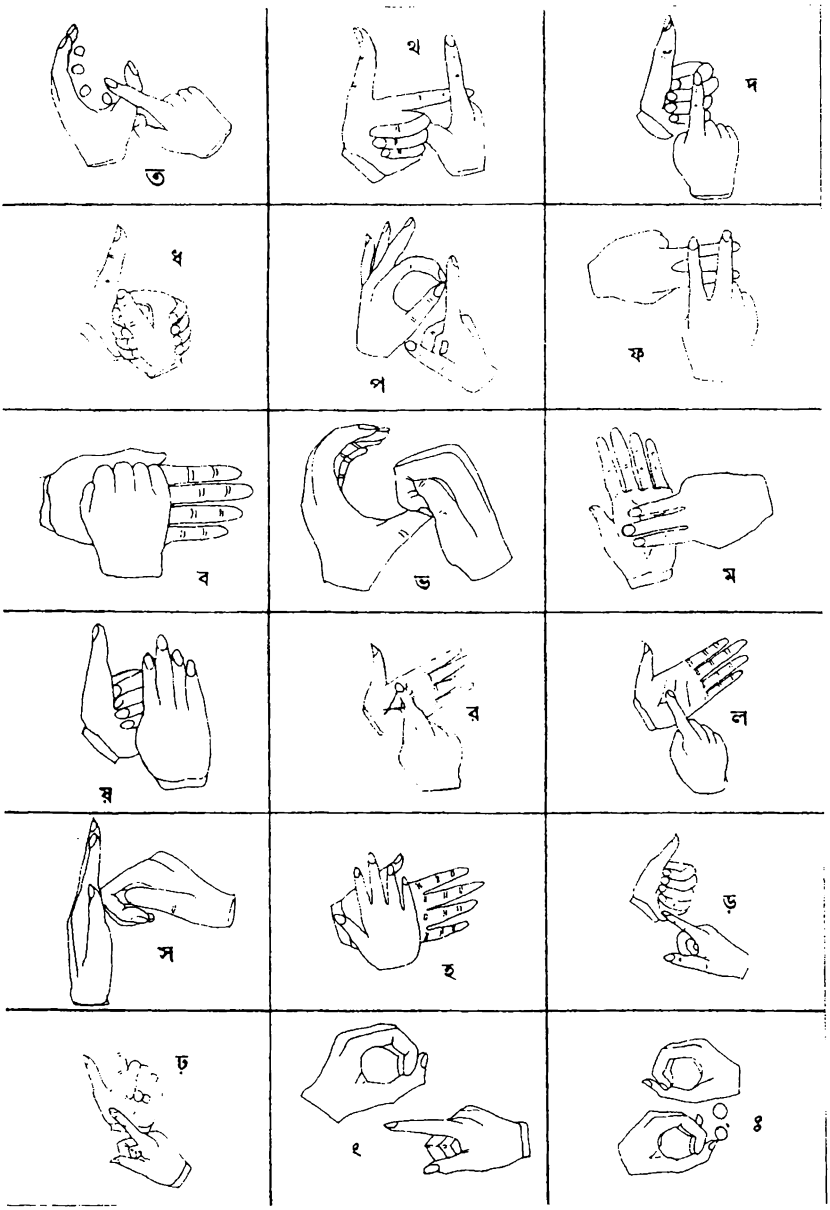

চিত্র : বাংলাদেশ ইশারা ভাষা পরিষদ প্রণীত বাংলা দ্বিহস্ত বর্ণমালা।

তথ্যপঞ্জি

১. Asher, R. E. et al, ed. *Encyclopedia of Language and Linguistics*. Vol.-7, Oxford, 1994 P-3890.

২. Lucas, Ceil, ed. *The Sociolinguistics of Sign Language*. Cambridge, 2001, p-9

৩. Kyle, J.G.; Woll, B. *Sign Language: The study of deaf people and their language*. Cambridge 1985, p-10

৪. Asher, R. E. et al, ed. *Encyclopedia of Language and Linguistics*, Vol.-2, Oxford, 1994, P-825

৫. *Ibid. Vol.-7, p-3912*

৬. Kyle, J.G.; Woll, B. *Sign Language: The study of deaf people and their language*. Cambridge, 1985, p-85

৭. Asher, R. E. et al, ed. *Encyclopedia of Language and Linguistics*. Vol.-7, 1994, P-3912

৮. *Population Census (Sample Survey)* 1991, B.B.S.

৯. *PEDP-II, Base Line Survey Report*, June, 2006.